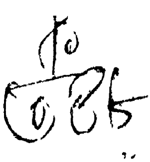


EASY LESSONS

ON

MONEY MATTERS;

TRANSLATED BY

GOPAUL CHUNDER DUTT.

ধন-বিধান।

অর্থাৎ

ধন-বিষয়ক সরল পাঠ।

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

Calcutta:

PRINTED BY G. P. ROY & CO., NO. 67, EMAUMBARRY LANE, COSSITOLLAH.

1862.

কলিকাতা।
কসাইটোলার এমামবাড়ী লেনের ৬৭ নম্বর ভবনে
জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

ইহ সংসারে ধন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। ধন ব্যতীত সাংসারিক ব্যক্তি কোন প্রকারেই প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারেন না।। ধনাভাব হইলে সাংসারিক ব্যক্তিকে সমুদায় জগৎসংসার একপ্রকার অন্ধকারময় দেখিতে হয়। ধন সাংসারিক সুখের এক প্রধান উৎস স্বরূপ। এই জগৎ-সংসারকে একপ্রকার ধনময় ব্যাপার বলিলেও বলা যাইতে পারে। এমন স্থলে সকল বালককেই বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন এক দিন অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, এরূপ সংসার ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে, তখন বাল্যকালাবধি তাহাদিগের এমন গুরুতর বিষয়ের জ্ঞান সংযোগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু সুকুমারমতি বালকদিগের শিক্ষার্থে অদ্যাপি কেহই ধন-বিষয়ক কোন গ্রন্থ প্রচার করেন নাই, সুতরাং ইহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব রহিয়াছে। এই অসদ্ভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার নিমিত্ত আমার কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধু, অল্পবয়স্ক বালকদিগের পাঠোপযোগী ধন-বিষয়ক কোন গ্রন্থ লিখিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদিগের সেই অনুরোধে “ইজি লেসন্স অন্ মনি মেটর” নামক ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়াছি। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন ধন-বিষয়ক কথা নাই;

প্রায় প্রত্যেক পাঠেই তদানুসঙ্গিক নীতিঘটিত অনেক কথা আছে। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোন কোন স্থান অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত, এবং কোন কোন স্থান আবশ্যক বোধে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালকদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে দৃষ্টান্তগুলি এতদ্দেশীয় উপযোগী করা গিয়াছে। ইহাতে অগত্যা কতিপয় নূতন শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। অতি সরল ভাষায় মূলগ্রন্থকর্ত্তার ভাবার্থ অবিকল প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। ফলতঃ এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যেরূপ কঠিন ও কর্কশ, এবং আমার বিদ্যা বুদ্ধি যেরূপ অল্প, তাহাতে আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত হওয়া অসম্ভব। তথাপি যে উদ্দেশে ইহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কথঞ্চিৎ সুসিদ্ধ হইলেই সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু তারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত কালীন আদ্যোপান্ত সংপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।

নিবাধই
১ লা, অগ্রহায়ণ
১২৬৯।

ধন-বিধান

১ পাঠ।

ধন।

ধন কি প্রয়োজনীয় বস্তু! যদি ধনরূপ বস্তুর ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের কোনপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিত। দেখ! কোন তন্তুবায়ের পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তণ্ডুল, কাষ্ঠ এবং লবণের আবশ্যক হইলে, সে ব্যক্তি বস্ত্র ব্যতীত এই সকল দ্রব্য লাভার্থে আর কিছুই বিনিময়স্বরূপ দিতে পারিত না। সুতরাং তাহাকে বস্ত্র দিয়া বস্ত্রের মূল্যানুসারে তণ্ডুলব্যবসায়ীর নিকট হইতে তণ্ডুল লইতে হইত, এবং কাষ্ঠ ও লবণ ব্যবসায়ীর নিকটেও এইরূপ করিতে হইত।

কিন্তু যদি তখন সেই তণ্ডুলব্যবসায়ীর বস্ত্রের আবশ্যক না থাকিয়া তৈলের আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে সেই তন্তুবায়কে অবশ্য এমন এক জন তৈলব্যবসায়ীর নিকট যাইতে হইবে যাহার বস্ত্রের আবশ্যক আছে, এবং প্রথমতঃ বস্ত্রের সহিত তৈলের বিনিময় করিয়া, তৎপরে তাহাকে সেই তৈলের সহিত তণ্ডুলের বি[illegible] হইত।

এই রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কষ্টের আর সীমাপরিসীমা থাকিত না। কিন্তু টাকার ব্যবহার প্রচলিত থাকাতে উক্তরূপ কষ্টরাশি এককালে দূর হইয়াছে। যে ব্যক্তির যখন যাহা আবশ্যক হইতেছে, টাকা দ্বারা সে তৎক্ষণাৎ তাহা অনায়াসেই পাইতেছে। তণ্ডুলব্যবসায়ী টাকা পাইবামাত্রই তণ্ডুল দিতেছে, কেননা সে বিলক্ষণ জানে, যে যখন তাহার বস্ত্র, কাষ্ঠ, তৈল, লবণ প্রভৃতি যে কোন বস্তুর প্রয়োজন হইবে, টাকাবিনিময়ে সে তৎক্ষণাৎ তাহা পাইতে পারিবে। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্যের একটি দ্রব্য অপর একটি দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিতে অনর্থক কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইত।

ধর্ম্মশাস্ত্রে অতিরিক্তধনলালসা অনুচিত বলিয়া উক্ত আছে। ফলতঃ ইহ সংসারে ধন অথবা অন্য কোন অনিত্য বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম। কারণ পার্থিব সুখে মগ্ন হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ ও মনন করা সুকঠিন হইয়া উঠে। অনেকে কেবল ধনসংস্থানে, অত্যুত্তম আহারে, অপেয় সুরাপানে, এবং সুদৃশ্য বেশ ভূষায় অতীব অনুরক্ত, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, এ সকল সুখ যে অকিঞ্চিৎকর ইহা তাঁহারা এক বারও বিবেচনা করেন না।

ন্যায়ানুগত দরিদ্রতা দূর করা যাইতে পারে, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষারূপ দরিদ্রতা কস্মিন্ কালে কিছুতেই দূর করা

যায় না। নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তি কালসহকারে ধনবান্ হইতে পারে, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির যত কেন ধনাগম হউক না, তথাপি তাহাকে চিরকাল প্রকৃত দরিদ্র ভাবে থাকিতে হইবে। কারণ সে ব্যক্তি আপনার হস্তগত ধন ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, এবং অহরহঃ কেবল ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যগ্র থাকে।

পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা যে সকল সুখদ বস্তু প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে যত্নবান্ হওয়া আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে কোনরূপ অন্যায় বিষয়ে ধন ব্যয় করা উচিত নহে। কিন্তু কেবল আপনার দেহ সুখে ধন ব্যয় করিলে ধনের সদ্ব্যবহার করা হয় না। দুঃখী লোকদিগের দুঃখমোচন এবং দেশোপকারের নিমিত্ত ধন দান করা নিতান্ত আবশ্যক। আকাশের শিশিরে যেমন সমুদায় জগতের মঙ্গল সাধন হয়, ধার্ম্মিক ব্যক্তির ধন দ্বারা সেইপ্রকার সর্ব্বসাধারণের উপকার হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুমধুর সুখানুভব করেন!

দুঃখী ব্যক্তির কোনরূপ দুঃখ মোচনে ধন কি উপযোগী বস্তু! দেখ! যদি কোন দুঃখী ব্যক্তির এমন একটি বস্তুর অভাব হয়, যে সে বস্তুটি তখন আমার নিকটে নাই, অথবা সেটি তখন তাহাকে দিলে আমার বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হয়, এমন স্থলে তাহাকে টাকা

দিলে, সে তদ্দ্বারা অনায়াসেই তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করিয়া লইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাতে উভয়ের কেমন সুবিধা হইয়া থাকে।

সিপাইদিগের রাজবিদ্রোহের পর, ১২৬৭ সালে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অস্মদ্দেশীয় এবং বিলাতস্থ লোকেরা, তথাকার দুঃখী লোকদিগের দুঃখনিবারণার্থে, সর্ব্বসাধারণের নিকট চাঁদা করিয়া টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা টাকা প্রেরণ না করিয়া তণ্ডুল প্রেরণ করিতেন, তাহা হইলে অনর্থক বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত, হয়তো তণ্ডুলের অভাবে আমাদিগের এবং বিলাতবাসীদিগেরও মহাকষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে টাকা প্রেরণ করাতে সেই টাকায় তাহাদিগের দুর্ভিক্ষের সমুদায় দুঃখ দূর হইয়াছিল, এবং আমাদিগের ও বিলাতবাসীদিগেরও কোন কষ্ট হয় নাই।

---

২ পাঠ।

বিনিময়।

লোকে প্রতিবাসীর নিকট কোনপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে না গিয়া স্বয়ং তাহা প্রস্তুত না করে কেন?

যদি কোন তন্তুবায়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়,

যে সে তাহার ব্যবহারোপযোগী চৌকী, সিন্দুক, বাক্স,—থালা, ঘটী, বাটী,— হাঁড়ি, সরা, কলসী প্রভৃতি দ্রব্য স্বয়ং কেন প্রস্তুত না করে। তাহা হইলে সে উত্তর করিবে, যে শত শত চৌকী প্রস্তুত করিতে সূত্রধরের যে সকল অস্ত্রের আবশ্যক, একখানি চৌকী রীতিমত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাহারও সেই সমুদায় অস্ত্রের প্রয়োজন। এবং যদি তাহাকে স্বয়ং সেই সকল অস্ত্র এবং গজাল প্রস্তুত করিতে হয়, তবে তাহার কর্ম্মকারের জাতা, নাই, এবং হাতুড়ীর আবশ্যক। এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মে অনভ্যাস প্রযুক্ত অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও সে কখন উৎকৃষ্ট অস্ত্র এবং চৌকী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে না। বস্ত্র বয়ন করিতে তাহার তদপেক্ষা অল্প পরিশ্রম হইবে, এবং একখানি চৌকী নির্ম্মাণ করিতে তাহার যে সময় লাগিবে, তাহার মধ্যে সে এত বস্ত্র বয়ন করিবে, যে তাহার মূল্যে দ্বাদশখানি চৌকী অনায়াসেই ক্রয় করিতে পারিবে। সূত্রধর যদি বস্ত্র বয়ন করিবার চেষ্টা পায়, তবে তাহাতে তাহার বিস্তর ক্ষতি হইবে। এইরূপ অনভ্যস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কাঁশারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী মাত্রেরই নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। অতএব, যে ব্যক্তি যে কর্ম্মে নিপুণ তাহার সেই কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, আপন আপন পরিশ্রমজাত দ্রব্যের সহিত পরস্পর বিনিময় করাই সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে, এইরূপ বিনিময়প্রথা প্রচলিত নাই। তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র,—মৎস্য ধরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা, ছিপ, বড়শী, সূতা,—এবং শিকার করিবার তীর, ধনুক, বরসা প্রস্তুত করে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকে অল্পপরিমাণ ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় অতি দুঃখী লোকদিগের অপেক্ষাও এরূপ অসভ্য জাতিদিগের অবস্থা অনেক অংশে নিকৃষ্ট। চর্ম্ম অথবা বল্কল তাহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র; অতি কদর্য্য যৎসামান্য পর্ণকুটীর বাসস্থান; শূন্যগর্ভ বৃক্ষ নৌকা; এবং অতি জঘন্য তীর ধনুক প্রভৃতি শিকারের অস্ত্র। যেখানে প্রত্যেকে আপন আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে, সেখানে কোন দ্রব্যই সুন্দর রূপে প্রস্তুত হয় না; এবং এরূপ অসভ্য দেশে প্রায় শত শত অসভ্যকে অনাহারে থাকিতে হয়, কিন্তু তথায় আমাদিগের সহস্র সহস্র লোক পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

৩ পাঠ।

বাণিজ্য।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত বিবিধপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। এইরূপ দ্রব্যবিনিময়কেই বাণিজ্য কহা যায়। সকল দেশে কিছু সকল প্রকার

প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় না; কিন্তু বিনিময় দ্বারা প্রত্যেকদেশীয় লোক ভিন্ন ভিন্ন দেশোৎপন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করে। দেখ! ইংলণ্ডদেশে তুলা * উৎপন্ন হয় না। অস্মদ্দেশে এবং আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ও আমেরিকানদিগের, ইংরাজ জাতীর ন্যায় শিল্পনৈপুণ্য এবং বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উত্তম যন্ত্র না থাকাতে, আমরা ও আমেরিকানেরা অল্প ব্যয়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারি না। একারণ আমাদিগের দেশের এবং আমেরিকাব অধিকাংশ তুলা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, এবং আমরা ও আমেরিকানেরা তাহার বিনিময়ে বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হই। এইরূপ ইংরাজেরাও স্বদেশোৎপন্ন বিবিধপ্রকার দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিয়া আমাদিগের দেশ হইতে ধান্য, রেসম, নীল, পাট প্রভৃতি স্বদেশে লইয়া যান। ইহাতে উভয় জাতিই পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন সাধন করিয়া উপকৃত হইয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে চা, চিনি, এবং কমলালেবু উৎপন্ন হয় না। একারণ ইংরাজেরা ছুরি, কাঁচি এবং বস্ত্র বিনিময়ে চীনদেশ হইতে চা, ওয়েষ্ট ইনডিস হইতে চিনি,

* ইংলণ্ডে উষ্ণ গৃহে (Hot House) তুলা, নীল, ধান্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অধিক ব্যয় হইয়া থাকে, এবং অধিক পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়াতে তদ্দ্বারা কোন বিশেষ উপকার সাধন হয় না।

এবং পোর্টুগেল হইতে কমলালেবু আপনাদিগের দেশে লইয়া যান। কারণ চীন, ওয়েষ্ট ইনডিস, এবং পোর্টুগেল বাসীরা তাঁহাদিগের ন্যায় ঐ সকল দ্রব্য সুন্দর রূপে এবং অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করিতে পারে না। দেখ ! ইহাতে প্রত্যেক দেশীয় লোক স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত না করিয়াও তদপেক্ষা কেমন অধিক সুখ সচ্ছন্দে আছে।

বাণিজ্যপক্ষে জলপথ কি মহোপযোগী ! যদিও সমুদ্র ভিন্ন ভিন্ন দেশকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বাণিজ্যের যেরূপ সুবিধা হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করিলে, সমুদ্র পৃথক্ পৃথক্ দেশকে এক প্রকার একত্রিত করিয়া রাখিয়াছে বলিতে হইবেক। দেখ ! যদি ভারতবর্ষ অবধি ইংলণ্ড পর্য্যন্ত কেবল স্থলপথই থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডবাসীরা আমাদিগের দেশ হইতে তুলা, রেসম, নীল এবং পাট প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহাদিগের দেশে লইয়া যাইতে পারিতেন না। কেননা ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা গাড়ীভাড়া অনেক পড়িত। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ, একখানি জাহাজে যেপরিমাণ দ্রব্য ধরে, সেইপরিমাণ দ্রব্য যদি একখানি শকটোপরি দেওয়া হয়, তবে সেই শকট লইয়া যাইবার জন্য কত বলদের প্রয়োজন, এবং পথিমধ্যে সেই সকল বলদের আহারের নিমিত্ত কত ব্যয়, এবং তাহাদিগের বিশ্রামের জন্য কত সময়ের আবশ্যক।

বায়ু অর্ণবযানের বদলস্বরূপ। উহার নিমিত্ত কিছুমাত্র ব্যয় নাই; কেবল পাইলমাত্র বিস্তার করিয়া দিলেই জাহাজ পরিচালিত হইয়া থাকে। আর সমুদ্র স্বভাবসিদ্ধ পথস্বরূপ হওয়াতে বাণিজ্যার্থে পথ নির্ম্মাণের আবশ্যক নাই, সুতরাং তজ্জন্য গুরুতর অর্থব্যয়ও হয় না।

অপর, জাহাজ কিম্বা নৌকা জলে ভাসমান হওয়াতে অতি সহজেই চলে; স্থলপথের শকটের ন্যায় টানিতে হয় না। একারণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নদ নদী এবং সমুদ্রের অভাবে স্থানে স্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। যদি কোন খালে জোয়ার ভাঁটার অসুবিধার জন্য নৌকা টানিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে চারি কিম্বা পাঁচ জন লোকেই অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্থলপথে সেই নৌকা তাহার দ্বিগুণ লোকেও কোন ক্রমে নাড়িতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বাণিজ্য করিলে, উভয় জাতিরই সুখ সমৃদ্ধি এবং ধন বর্দ্ধন হইতে পারে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এক জাতি অপর জাতির সুখ সচ্ছন্দতা দেখিয়া দুর্জ্জয় লোভরিপুর পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাতে উভয় জাতির যে কত অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা যুদ্ধকে মহানর্থের কারণ বলিয়া স্বীকার না করেন, ঈশ্বরপ্রদত্ত বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাদিগের সকলি বৃথা।

৪ পাঠ।

মুদ্রা।

লোকে কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্য স্বর্ণ এবং তাম্র মুদ্রার সহিত আপন আপন দ্রব্য বিনিময় করে? এই প্রশ্ন যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে সে উত্তর করিবে, যে এই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ড (মুদ্রা) দ্বারা আমি যে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহিব তাহাই পাইব। ইহাতে তন্তুবায় আমাকে বস্ত্র, তণ্ডুলব্যবসায়ী তণ্ডুল, এবং অন্যান্য ব্যবসায়িগণ আপন আপন বিক্রেয় দ্রব্য দিবে। অনন্তর যদি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা যায়, যে তন্তুবায় এবং তণ্ডুলব্যবসায়ী ইহাতে কেন তাহাকে বস্ত্র ও তণ্ডুল দিবে, তবে সে কহিবে, যে এই সকল মুদ্রা (ধন) বিনিময় দ্বারা তাহারাও অপরের নিকট আপন আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবে।

কিন্তু কি রূপে প্রথমে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইল? কি প্রকারে প্রথমে মনুষ্যমাত্রে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র খণ্ডের সহিত বস্ত্র এবং ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভৃতি বিনিময় করিতে সম্মত হইল? ঐ সকল ধাতুখণ্ড তো পুনর্ব্বার কোন দ্রব্যের বিনিময় স্বরূপ দেওয়া ব্যতীত, অন্য কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রায় কেহই ব্যবহার করে না? এবং কেনই বা প্রস্তর ও কাষ্ঠ খণ্ড প্রভৃতি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইল না?

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে মুদ্রাতে রাজনিয়মানুসারে রাজমুখ মুদ্রিত থাকাতেই মুদ্রা ধনস্বরূপ এবং উহার মূল্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। যদি একটি আদুলিপরিমাণ তাম্রখণ্ডে রাজমুখ মুদ্রিত করিয়া তাহাকে আদুলি বলা যায়, এবং সেই আদুলি লইয়া কোনপ্রকার মিষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিতে যাওয়া যায়, তবে প্রকৃত রৌপ্য আদুলিতে যে পরিমাণে মিষ্ট সামগ্রী পাওয়া যাইবে, সেই তাম্র আদুলিতে কখনই সে পরিমাণে পাওয়া যাইবে না। রাজনিয়মে তদ্রূপ তাম্রখণ্ডকে আদুলি বলাইতে পারে বটে, কিন্তু কেবল নামেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে না। ৩২ টি সেই আদুলি না পাইলে প্রকৃত আদুলির মূল্যানুযায়ী দ্রব্য কেহই কাহাকে দিবে না। অতএব, রাজনিয়ম অথবা রাজমুখমুদ্রাঙ্কনই মুদ্রার মূল্যের কারণ নহে।

অপর যদি কতকগুলি রৌপ্যের আদুলি গলাইয়া চাপ্‌বদ্ধ করা যায়, এবং সেই চাপখানি কোন স্বর্ণকারের নিকট বিক্রয় করিতে যাওয়া যায়, তবে সেই আদুলিগুলিন গলিত হইবার পূর্ব্বে তাহার যে মূল্য ছিল, চাপবদ্ধ অবস্থাতেও স্বর্ণকার তাহার প্রায় সেই মূল্য দিবে। স্বর্ণমুদ্রাও এইরূপ করিলে তাহার প্রকৃত মূল্যের প্রায় ন্যূনতা হয় না। কারণ রৌপ্য বা স্বর্ণ, মুদ্রা, অলঙ্কার, ঘটী, বাটী, থালা প্রভৃতি যে কোন অবস্থায় থাকুক

না কেন, তাহার প্রকৃত মূল্য কোন অবস্থাতেই ন্যূন হয় না। তবে গলিত করিতে গেলে যৎকিঞ্চিৎ যাহা অপচয় হয়, তাহা গণ্য নহে। যদিও তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণের ন্যায় বহুমূল্য ধাতু নহে, কিন্তু তাহাও কড়া হাতা প্রভৃতি যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তথাপি তাহার প্রকৃত মূল্যের কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে না। যদি স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর মূল্য পূর্ব্বে কিছু না থাকিত, তাহা হইলে কেহই উহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করিত না।

কোন কোন জাতির মধ্যে মুদ্রা ধনস্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য অনেক বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আফ্রিকার কোন কোন নিগ্রোজাতির মধ্যে কড়িই ধনস্বরূপ প্রচলিত আছে। তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা কড়ি গ্রন্থন পূর্ব্বক ভূষণস্বরূপ গলদেশে পরিধান করে। ৬০ কড়া কড়িতে তাহারা এক দিবসের যথেষ্টপরিমাণ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। অপর আফ্রিকার কোন কোন স্থানে একরূপ ও একাকার তুলানির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ডের মুদ্রার ন্যায় প্রচলন আছে। সকলপ্রকার দ্রব্যের সহিত ঐ সকল বস্ত্রখণ্ড বিনিময় হইয়া থাকে। যাহাদিগের সেই সকল বস্ত্র পরিধানের আবশ্যক নাই, তাহারাও বিনিময়ের জন্য সেই সকল বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখে।

কিন্তু কড়ি এবং বস্ত্রখণ্ড, রৌপ্য এবং অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার ন্যায়, ব্যবহার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

দেখ! ধাতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় না, এবং ক্ষয় হইবারও আশঙ্কা নাই। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের যেমন অধিক মূল্য, তেমন অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। অতি অল্প স্থানেই বিস্তর মূল্যের স্বর্ণ এবং রৌপ্যের টাকা থাকিতে পারে। অল্প টাকা দেওয়ার পক্ষে তাম্রমুদ্রা অতি উপযোগী, কিন্তু অধিকের পক্ষে নহে। যদি একটি অশ্ব অথবা গাভির মূল্যস্বরূপ কেবল তাম্রমুদ্রা (পয়সা) দেওয়া যায়, তবে সেই সকল পয়সা একটি বৃহৎ মোট হইবে, এবং তাহা এক জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি বিংশতি অশ্বের অথবা গাভির মূল্য স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যায়, তবে এক জন লোকে তাহা অনায়াসেই বহিয়া লইয়া যাইতে পারে।

অধিক টাকা দেওয়ার পক্ষে বেঙ্ক-নোট যেমন সহজ উপায় এমন আর কিছুই নহে। যদিও বেঙ্ক-নোটকে সচরাচর ধনস্বরূপ কাগজ কহা যায়, বস্তুতঃ উহা ধন নহে, কেবল ধন দিবার অঙ্গীকারপত্রমাত্র। বেঙ্ক-নোট বিনিময় করিলে যদি স্বর্ণ এবং রৌপ্য পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে বেঙ্ক-নোট লইয়া কেহই কখন কোন দ্রব্য দিত না। যত দিন মনুষ্যের এই বিশ্বাস থাকিবে, যে, তাহারা বেঙ্ক-নোটের বিনিময়ে ধন পাইবে, তত দিন তাহারা ধনের পরিবর্ত্তে বেঙ্ক-নোট গ্রহণ করিবে।

৫ পাঠ।

মূল্য।

প্রথম অংশ।

ধনস্বরূপে ব্যবহার করিবার জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্য অত্যন্ত উপযোগী, কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যেমন অধিক মূল্য তেমন অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। এজন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যকে বহুমূল্য ধাতু কহা যায়।

কিন্তু লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ ও রৌপ্য বহুমূল্য ধাতু কেন? লৌহের ন্যায় স্বর্ণ ও রৌপ্য তো আমাদিগের অধিক প্রয়োজনীয় নহে। ছুরি, কাঁচি, হাতা, বেড়ী, কোদাল, কুঠার প্রভৃতির অভাবে আমাদিগকে অপরিসীম ক্লেশ পাইতে হয়, এবং এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য লৌহে যেমন উত্তম রূপে প্রস্তুত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বর্ণ ও রৌপ্যে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইলে কোন উপকার দর্শে না।

লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য এত অধিক হইল কেন ইহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে জানা আবশ্যক, যে কোন বস্তু অধিক প্রয়োজনীয় হইলেই যে তাহার মূল্য অধিক হয় এমন নহে। দেখ, বায়ু এবং জলের ন্যায় কোন বস্তুই অধিক প্রয়োজনীয় নহে, কেননা জল ও বায়ু ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারি না। কিন্তু জল ও বায়ু সর্ব্বত্রেই প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া জল ও বায়ুর মূল্য নাই। কোন দ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর বিনিময় করিতে হয় না। তবে যে স্থানে জল দুষ্প্রাপ্য, সেখানে অবশ্যই ক্রয় করিতে হয়। আফ্রিকার বালুকাময় মহাপ্রান্তরে জল পাওয়া যায় না, সেখানে পর্য্যটকেরা জল পাইলে মহানন্দে ক্রয় করেন। জলঘটিত অনেক বিবাদ বিসম্বাদের কথা খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রে উক্ত আছে।

ফলতঃ যেখানে নদ নদী এবং সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় থাকে, সেখানে জলদ্বারা বিস্তর মহোপকার সাধন হয়। কিন্তু যেখানে জল দুষ্প্রাপ্য, এমন কি পানীয় জল পর্যান্তও লোককে ক্রয় করিতে হয়, সেখানে জলদ্বারা কোন উপকার হয় না। এমন স্থলে দুষ্প্রাপ্যতাই জলের মূল্যের কারণ। যেখানে লৌহ দুষ্প্রাপ্য, সেখানে লৌহেরও অধিক মূল্য হইয়া থাকে। ইউরোপীয় অনেকানেক নাবিকেরা কহিয়াছেন, যে তাঁহারা এমন সকল দ্বীপে গিয়াছিলেন, যেখানে লৌহ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে তত্রত্যবাসীরা কতকগুলি লৌহ গজালের সহিত বরাহ বিনিময় করিয়াছিল।

সকল ধাতুর মধ্যে লৌহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, এজন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে অনেক দেশেই লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদিও লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বটে, তথাপি উহার মূল্য আছে; কারণ পরিশ্রমপূর্ব্বক খনি হইতে উত্তোলন

করিতে হয়, এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত না করিলে আমাদিগের কোন উপকারে আইসে না। যদি উপলখণ্ডের ন্যায় ছুরি, কাঁচি গজাল প্রভৃতি স্বভাবতঃ সুলভ হইত, তাহা হইলে উহার কিছুমাত্র মূল্য থাকিত না; কারণ তজ্জন্য কাহাকে কিছুই বিনিময় করিতে হইত না। এক্ষণে মূল্য দিয়া ছুরি কাঁচি প্রভৃতি গ্রহণ করাতে আমাদিগের যে উপকার হইতেছে, স্বভাবজাত ছুরি, কাঁচি গজাল প্রভৃতি দ্বারাও অবিকল তদ্রূপ হইত।

দুষ্প্রাপ্যতা সামান্যতঃ দ্রব্যের মূল্যের কারণ বটে, কিন্তু যে দ্রব্যলাভে মনুষ্যের অভিলাষ নাই, সে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহার কোন মূল্য হয় না। দেখ! অনেকানেক প্রস্তর অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু সেই সকল প্রস্তরের কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য না থাকাতে, এবং আমাদিগের কোন উপকারে না আসাতে, সে সকল প্রস্তরের কিছুই মূল্য নাই; কারণ লোকে সেই সকল প্রস্তরের সহিত কিছুই বিনিময় করে না। এস্থলে সুলভতাই বিনিময় না করিবার কারণ নহে, কেবল অনভিলাষই তাহার একমাত্র কারণ। অতএব কোন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলেই যে তাহার মূল্য হয় এমন নহে, তাহা লাভের অভিলাষও তৎপ্রতি এক প্রধান কারণ।

কিন্তু যে সকল প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য অথচ সুন্দর, যদিও সেই সকল প্রস্তর কেবল আমাদিগের অঙ্গভূষণ ব্যতীত

প্রায় আর কিছুতেই ব্যবহৃত হয় না, তথাপি সেই সকল প্রস্তর বহুমূল্য। যেমন হীরক, চুনি, পান্না প্রভৃতি প্রস্তর। অনেকানেক ব্যক্তি এই সকল বহুমূল্য প্রস্তর ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা অঙ্গশোভা সাধন করিবার অভিপ্রায়ে অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতিরিক্ত ধনোপার্জ্জন করেন।

এই সকল বহুমূল্য অঙ্গভূষণ লাভের ইচ্ছা তাঁহাদিগের কেবল সুন্দর দেখাইবার নিমিত্ত নহে, লোকের নিকট ধনবান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ ঐ সকল বহুমূল্য ভূষণ ধনবানের লক্ষণস্বরূপ, এবং যাঁহারা তদ্দ্বারা অঙ্গশোভা সাধন করেন, তাঁহারা লোকের নিকট অতি ধনবান্ বলিয়া গণ্য হয়েন। হীরক, পান্না, চুনি নির্ম্মিত অলঙ্কার, এবং স্বর্ণ রৌপ্য খোচিত রেশমের বস্ত্র অপেক্ষা, পরম সুন্দর বন্য পুষ্প এবং সূতানির্ম্মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র দ্বারা মনুষ্যকে সুন্দর দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু বন্য পুষ্প ও সূতানির্ম্মিত বস্ত্র প্রায় সকলেই ব্যবহার করিতে সক্ষম, এজন্য অলঙ্কারপ্রিয় স্ত্রীজাতি, লোকের নিকট আপন আপন ধনগৌরব প্রকাশ করিবার জন্য, বহুমূল্যের বেশভূষা পরিধান করিতে পুরুষাপেক্ষা অধিক অভিলাষ করে।

যদিও অতি শোভনীয় বহুমূল্য বেশ ভূষায় কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি যাঁহার যেমন অবস্থা তাঁহার

তদনুরূপ বেশ ভূষা করায় কোন দোষ হইতে পারে না, কিন্তু ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! যে কেহ কেহ আপনার অবস্থার অতীত বহু মূল্যের বেশ ভূষা পরিধানপ্রিয় হইয়া অচিরাৎ আপনাকে নিদারুণ দুঃখের অবস্থায় পাতিত করে। এরূপ ব্যক্তির বেশ ভূষায় সর্ব্বদা যে ধন ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা যদি সে প্রয়োজনীয় অশন বসন প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করে, তবে তাহার বিস্তর উপকার হইতে পারে। মলীন ও গলিত বস্ত্রে যেমন কোন সুচিক্কণ কর্ম্ম শোভা পায় না, সেই রূপ যাহার যেমন অবস্থা তাহার তদতিরিক্ত বেশ ভূষাও শোভা পায় না; তদ্দ্বারা কেবল তাহাকে লোকের নিকট উপহাস্য ও ঘৃণিত হইতে হয়।

উপরে বোধ হয় এক প্রকার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যে, যে বস্তু দুষ্প্রাপ্য, অর্থাৎ যাহা সহজে পাওয়া যায় না, তাহা যদি সৌন্দর্য্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত মনুষ্যের অভিলষিত হয়, তবে নিশ্চয় সে বস্তুর মূল্য হয়। এবং যে বস্তু অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, অর্থাৎ যাহা বিস্তর কষ্টে পাওয়া যায়, তাহার মূল্য নিশ্চয় অধিক হয়।

এই কারণেই স্বর্ণ এবং রৌপ্য, লৌহ অপেক্ষা অধিকমূল্যবিশিষ্ট। যদি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সৌন্দর্য্য না থাকিত, এবং আমাদিগের কোনপ্রকার ব্যবহারে না আসিত, তাহা হইলে কাহারই উহা লাভের অভিলাষ

হইত না। কিন্তু অভিলষিত অথচ অপেক্ষাকৃত অধিক দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে, লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য অধিক হইয়াছে। অতি অল্প দেশে অত্যল্প পরিমাণে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পাওয়া যায়। বিশেষতঃ স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় সুকঠিন। অতীব পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন কোন নদীর বালুকা ধৌত করিলে ধূলি আকারে স্বর্ণ লাভ হয়। প্রায় আট সের রৌপ্য লাভে যে ব্যয় এবং পরিশ্রম হয়, অর্দ্ধ সের স্বর্ণ লাভে প্রায় তাহাই হইয়া থাকে। এই কারণে অর্দ্ধ সের স্বর্ণের সহিত প্রায় আট সের রৌপ্যের বিনিময় হইতে পারে।

দুষ্প্রাপ্যতা এবং অভিলাষ ব্যতীত বিনিময়যোগ্যতাও বস্তুর মূল্যের প্রতি অপর একটি কারণ। দেখ! স্বাস্থ্য সকল মনুষ্যেরই অভিলষিত, কিন্তু সকলের ভাগ্যে স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ হয় না। এজন্য কখন কখন স্বাস্থ্যকে বহুমূল্য বস্তু বলা যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য কেহই কাহারো সহিত বিনিময় করিতে পারে না, সুতরাং স্বাস্থ্যকে বহুমূল্য বস্তু বলা অসঙ্গত। যদি স্বাস্থ্য বিনিময়যোগ্য বস্তু হইত, তাহা হইলে কত শত অসুস্থশরীরী ধনবান্ ব্যক্তি শত শত অথবা সহস্র সহস্র মুদ্রা বিনিময়ে, সুস্থশরীরী দুঃখী লোকদিগের স্বাস্থ্য ক্রয় করিতেন, এবং বোধ হয় কত শত দুঃখী লোক নিদারুণ দৈন্যাবস্থা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত অর্থলোভে পরমাহ্লাদে আপন আপন স্বাস্থ্য বিনিময় করিত। অর্থলোভে

তাহারা আপন আপন অঙ্গ পর্য্যন্তও ছেদন করিতে পারে বটে, কিন্তু সে অঙ্গ পরাঙ্গে সংলগ্ন করিতে পারে না। অনেকে যেমন বুদ্ধিদোষে অপরিমিতাচার দ্বারা সর্ব্ব সুখের নিদানভূত স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে, তাহারাও তদ্রূপ ব্যবহারে আপন আপন স্বাস্থ্যরত্ন বিনষ্ট করিতে পারে, কিন্তু পরের সহিত তাহা কখনই বিনিময় করিতে সক্ষম হয় না।

দ্বিতীয় অংশ।

যে সকল পাঠার্থীর পূর্ব্বোক্ত পাঠটি নূতন বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল আপনা-পনি জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

১ প্রশ্ন—বায়ুর মূল্য নাই কেন?

উত্তর—যদিও বায়ু আমাদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বায়ুর জন্য কাহাকে কিছু বিনিময় করিতে হয় না।

২ প্রশ্ন—কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য শ্রীহীন অব্যবহার্য্য প্রস্তরের মূল্য নাই কেন?

উত্তর—যদিও সে সকল প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু তাহা কাহারো অভিলষিত নহে।

৩ প্রশ্ন—সুস্থ শরীর, দ্রব্যের ন্যায় মূল্যবিশিষ্ট হইল না কেন?

উত্তর—যদিও সুস্থ শরীর সকলের অভিলষিত, এবং সকলের ভাগ্যে স্বাস্থ্যসুখ সংঘটন হয় না বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য কেহ কাহারো সহিত দ্রব্যের ন্যায় বিনিময় করিতে পারে না, সুতরাং উহার মূল্য নাই।

৪ প্রশ্ন—কোদালের মূল্য আছে কেন?

উত্তর—প্রথমতঃ, ব্যবহার্য্য বলিয়া লোকের অভিলষিত;—দ্বিতীয়তঃ, দুষ্প্রাপ্য;—অর্থাৎ বিনামূল্যে কেহই পাইতে পারে না; এবং তৃতীয়তঃ, বিনিময়যোগ্য;—অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত উহা বিনিময় করিতে পারে।

৫ প্রশ্ন—কোদালের অপেক্ষা একখানি রৌপ্য থালার মূল্য এত অধিক কেন?

উত্তর—যদিও কোদালের ন্যায় রৌপ্য থালা অধিক প্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু লৌহ অপেক্ষা রৌপ্য অধিক দুষ্প্রাপ্য, কারণ খনি হইতে উত্তোলন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

পরিশ্রমই যখন অভিলষিত বস্তু লাভের উপায়, তখন মনুষ্যকে সহজেই তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে হয়; এবং যে সকল বস্তু বহুমূল্য তাহা লাভার্থে সচরাচর সমধিক পরিশ্রম আবশ্যক। ইহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে পরিশ্রমই বস্তুর মূল্যের কারণ, কিন্তু ইহা

তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম। পরিশ্রমানুসারে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় না, এবং যে দ্রব্য লাভে অধিক পরিশ্রম হয়, তজ্জন্য সে দ্রব্যের মূল্য অধিক হয় না। প্রত্যুত যে দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, সেই দ্রব্য লাভে মনুষ্য অধিক পরিশ্রম করে। দেখ! ধীবরেরা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সহ্য করিয়া অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ে মৎস্য ধরে, কারণ তাহারা সেই সকল মৎস্য বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য পায়। কিন্তু যদি কোন ধীবর সমস্ত রজনী যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া কেবল একটিমাত্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরে, এবং যদি অপর এক জন তাহার ন্যায় সমান পরিশ্রম করিয়া সহস্রটি ধরে, তবে সেই সহস্রটি মৎস্য যে মূল্যে বিক্রয় হইবে, একটি মৎস্য কি সেই মূল্যে বিক্রয় হইবে? ইহা সচরাচর সংঘটন হইয়া থাকে, যে নদীতে এবং পুষ্করণীতে রোহিত কাতালা প্রভৃতি মৎস্য লম্ফ প্রদান করিতে করিতে তটোপরি আসিয়া পড়ে, সেই সকল মৎস্য ধরিতে যদিও কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না, কিন্তু তজ্জন্য কি তাহাদিগের মূল্য ন্যূন হইয়া থাকে? যদি কোন ব্যক্তি শুক্তি ভক্ষণকালীন তন্মধ্যে একটি মুক্তা পায়, যদিও সেই মুক্তা লাভার্থে তাহাকে সমস্ত দিবস জলমধ্যে থাকিতে হয় নাই, কিন্তু সেই কারণে কি সেই মুক্তার মূল্য ন্যূন হইবে?

অতএব পরিশ্রম বস্তুর মূল্যের কারণ নহে; কিন্তু

বস্তু স্বয়ং মূল্যোপযোগী হওয়াতেই মনুষ্য তল্লাভার্থে পরিশ্রম করিয়া থাকে। অলস হওয়া মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে, এজন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর এরূপ পরমাশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছেন, যে বিনাপরিশ্রমে মনুষ্য কোন অভিলষিত, সুখদ এবং প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে না।

---

৬ পাঠ।

পরিশ্রমের মূল্য।

প্রথম অংশ।

কতকগুলি পরিশ্রমী লোকের মূল্য অন্যের অপেক্ষা অধিক। এক জন কৃষকের অপেক্ষা এক জন সূত্রধরের মূল্য অধিক, এবং এই উভয়ের অপেক্ষা এক জন ঘটিকা-কারের মূল্য অধিক। এক জনের অপেক্ষা অপর এক জনের অধিক পরিশ্রম করাই ইহার কারণ নহে।

শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমেরই এইরূপ এক নিয়ম। এক জন বণিকের মুহুরী এবং এক জন উকীল ও চিকিৎসকের মধ্যে, যদিও বণিকের মুহুরীর হিসাব রাখিবার জন্য সকলের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু সে জন্য উকীল ও চিকিৎসকের ন্যায় তাহার মূল্য অধিক হয় না।

ইহাতে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে পরিশ্রমের আধি-

ক্যের উপর মূল্যের হার নির্ভর করে না, কর্ম্মের মূল্যের উপরেই নির্ভর করে।

কিন্তু কর্ম্মের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে ?

কর্ম্মের মূল্য দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় অবিকল একরূপ। দ্রব্যের অধিক মূল্যের কারণ যেমন দুষ্প্রাপ্যতা, কর্ম্মের অধিক মূল্যের কারণও তদ্রূপ। যদি অর্দ্ধ সের তাম্র অপেক্ষা অর্দ্ধ সের স্বর্ণ পাইতে অধিক পরিশ্রম, সময় এবং ধন ব্যয় না হইত, তাহা হইলে তাম্র অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য অধিক হইত না।

কিন্তু সূত্রধর এবং কৃষকের অপেক্ষা, ঘটিকাকার এবং চিকিৎসকের সংখ্যা অল্প কেন ?

ইহার প্রধান কারণ এই যে, শিক্ষার নিমিত্ত অধিক টাকা ব্যয়ের আবশ্যক এবং দীর্ঘ কাল ঘটিকা ও চিকিৎসার কর্ম্ম শিক্ষা না করিলে কেহই উক্ত কর্ম্মে পারদর্শী হইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি দীর্ঘ কাল আপনার ভরণপোষণ এবং শিক্ষকের বেতন প্রভৃতির ব্যয় করিতে সক্ষম না হয়েন, তিনি ঘটিকাকার অথবা চিকিৎসক হইতে পারেন না। কৃষক এবং সূত্রধরের কর্ম্ম অল্প কালের মধ্যে অল্প ব্যয়ে অনেকেই শিক্ষা করিতে পারে। কোন পিতাই অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়া আপনার পুত্রকে চিকিৎসকের অথবা ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণের কর্ম্মে শিক্ষা দিতেন না, যদি তাঁহার এরূপ প্রত্যাশা না থাকিত, যে সূত্রধরের অপেক্ষা তাঁহার পুত্রের উপার্জ্জন অধিক হইবে।

কিন্তু কখন কখন পিতার এই প্রবল আশা নিষ্ফল হয়। পুত্র নির্ব্বুদ্ধিতা অথবা আলস্য বশতঃ শিক্ষিত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানাভাবে আপনার ভরণ পোষণ পর্য্যন্ত করিতে পারে না, সুতরাং এমন স্থলে তাহার শিক্ষার্থে যে গুরু-তর ব্যয় হয় তাহা বিফল হইয়া থাকে। সূত্রধরের অপেক্ষা চিকিৎসকের ব্যবসায়শিক্ষা বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া চিকিৎসকের মূল্য অধিক হয় না। বহুব্যয়সাপেক্ষ বিদ্যা বলিয়া অল্প লোকে চিকিৎসক হইতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং চিকিৎসকের সংখ্যা অল্প হওয়াতেই চিকিৎসকের মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

অতএব দেখ, প্রত্যেক পরিশ্রমের মূল্যও দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। যে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য তাহার মূল্য যেমন অধিক, সেইরূপ যে কর্ম্মের লোক-সংখ্যা অল্প তাহার মূল্যও অধিক।

বহুব্যয়সাপেক্ষ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় দৈব-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পরিশ্রমের মূল্যও অধিক। দেখ! চিত্রবিষয়ে যে ব্যক্তির দৈবশক্তি থাকে, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থে তাঁহার এক জন সামান্য চিত্রকরের অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় না, অথচ তিনি অতি সুনিপুণ চিত্রকর হইয়া উঠেন; এবং চিত্রপটে অন্যান্য চিত্রকর অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম না করিয়াও দশ গুণ অধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন। অন্যান্য চিত্রকর অপেক্ষা দৈবশক্তিসম্পন্ন চিত্রকরের অধিক আয় হওয়ারও ঐ উপরোক্ত কারণ।

দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অত্যল্প, সুতরাং তাঁহাদিগের পরিশ্রমের মূল্যও অধিক।

উপরোক্ত দুই কারণ ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি কারণে পরিশ্রমের অধিক মূল্য হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম অস্বাস্থ্যকর,—ভয়ঙ্কর,—এবং অসন্তোষজনক,—সে কর্ম্মের পরিশ্রমীদিগের মূল্য অধিক, কেননা তদ্ব্যতীত কেহই সে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। গৃহচিত্র করা, খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করা, এবং বারুদ প্রস্তুত করা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, ভয়ঙ্কর এবং অসন্তোষজনক কর্ম্ম, সুতরাং এই সকল কর্ম্মের লোকসংখ্যা অতি অল্প, এবং ইহাদিগের পরিশ্রমের মূল্যও অধিক।

দ্বিতীয় অংশ।

এক জন অপেক্ষা যখন অপর এক জন অধিক পরিশ্রম না করে, তখন উভয়ের মধ্যে আয়ের ন্যূনাধিক্য হওয়া কেহ কেহ অন্যায় বিবেচনা করেন। ফলতঃ যদি কেহ যথেচ্ছ মূল্য দিয়া বলপূর্ব্বক কাহাকে আপনার কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করে, তবে তাহা অবশ্যই অন্যায়। আমেরিকায় কৃতদাসদিগের প্রভুরা তাহাদিগকে কেবল অশন বসন মাত্র দিয়া বলপূর্ব্বক কর্ম্ম করাইয়া লয়েন। এরূপ নৃসংশ ব্যবহার করা নিতান্ত অন্যায়। এইপ্রকার

কোন লোককে তাহার মেষ, অশ্ব, গাভি, বস্ত্র, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য আমার ইচ্ছামত মূল্যে আমাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত অনুচিত কর্ম্ম। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতাকে স্বাধীনতা দেওয়ায় কোন অন্যায় হইতে পারে না। ইহাতে বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের ইচ্ছামত মূল্য চাহিতে পারে, এবং ক্রেতাও সেই দ্রব্যের যে মূল্য উপযুক্ত বোধ করে তাহা দিবার কথা বলিতে পারে। পরিশ্রমী লোক পরিশ্রমবিক্রেতা, নিয়োগকারী পরিশ্রম-ক্রেতা। এ উভয়েরই স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক।

যদি কেহ তাহার আলু, পটল, দুগ্ধ বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের অধিক মূল্য চায়, তবে তাহার সেই অধিক মূল্য চাহিবার স্বাধীনতাতে কোন অন্যায় হইতে পারে না, কিন্তু যদি আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার সেই সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে আমাকে ক্রয় করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা আমি অবশ্যই অন্যায় বোধ করিব। এইরূপ এক জন সামান্য পরিশ্রমী তাহার পরিশ্রমের অধিক মূল্য চাহিতে পারে, কিন্তু যদি কেহ তাহাকে সেই অধিক মূল্য দিয়া কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক না হয়, অথচ তাহার এমন ক্ষমতা থাকে, যে সেই মূল্যে সে আপনাকে নিযুক্ত করাইতে বাধ্য করিতে পারে, তবে তাহা আমার অতীব অন্যায় জ্ঞান হইবে। অপর সেই সামান্য পরিশ্রমীর উপরও যদি এইরূপ নিয়ম ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যদি তাহার কোন

সূত্রধর কিম্বা দরজী প্রভৃতির কোন কর্ম্মের প্রয়োজন না হয়, অথচ তাহার উপর তাহাদিগের এরূপ ক্ষমতা থাকে, যে তাহাদিগের ইচ্ছামত মূল্য দিয়া তাহাদিগকে তাহার নিযুক্ত করিতে হইবে, তবে সেই সামান্য পরিশ্রমী আমার ন্যায় তাহা নিশ্চয় নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করিবে।

পূর্ব্বে ইংরাজ জাতির মধ্যে রাজনিয়মানুসারে প্রত্যেক পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। যদি কেহ সেই নির্দ্ধারিত হারের ন্যূনাধিক মূল্য চাহিত বা দিত, তবে তজ্জন্য তাহার দণ্ড হইত। কিন্তু এরূপ নিয়ম দ্বারা কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। দেখ! যদি কোন সময়ে রাজনিয়মে কৃষকদিগের বেতনের হার অধিক নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রস্বামীই অধিক লোক রাখিতে পারিবে না। কেবল অত্যুর্ব্বরা ভূমি মাত্র কর্ষণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি উপযুক্ত কৃষক রাখিবে। বিবেচনা কর ইহাতে শস্য অপেক্ষাকৃত কত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এবং অনেক কৃষককে অনর্থক কর্ম্মশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু যদি রাজনিয়ম দ্বারা তাহাদিগের বেতনের হার নির্দ্ধারিত না থাকিত, তাহা হইলে কর্ম্মশূন্যাবস্থায় না থাকিয়া তদপেক্ষা অল্প বেতনেও আহ্লাদপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারিত। অপর যদি কোন সময়ে তাহাদিগের বেতনের হার অল্প পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়, এবং ক্ষেত্রস্বামীরা উপযুক্ত কৃষকদিগকে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দেওয়া উচিত বোধ করে, তাহা

হইলে কোন কোন ক্ষেত্রস্বামী অধিক উপযুক্ত কৃষক রাখিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত বেতন ব্যতীত সংগোপনে তাহাদিগকে তণ্ডুল এবং অন্যান্য দ্রব্য দিতে পারে। সকল ক্ষেত্রস্বামীই যদি অধিক উপযুক্ত কৃষক রাখিবার জন্য এইপ্রকার ব্যবহার করে, তবে উক্ত নিয়ম প্রচলিত থাকায় কি ফল দর্শে।

অতএব কি পরিশ্রমী কি নিয়োগকারী, কি অন্যানা দ্রব্য বিক্রেতা বা ক্রেতা সকলেরই আপন আপন ইচ্ছানুরূপ মূল্য চাহিবার এবং দিবার স্বাধীনতার নিয়ম থাকা মঙ্গলদায়ক। কারণ এই নিয়ম প্রবল থাকিলে পরিশ্রমী তাহার পরিশ্রমের যে মূল্য চাহিবে, নিয়োগকারী যদি তাহা দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন, তবে সেই মূল্যে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, নতুবা করিবেন না। আর অন্যান্য দ্রব্য বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের যে মূল্য চাহিবে, ক্রেতা যদি তাহা দিয়া লইতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে লইবেন, নতুবা লইবেন না। দেখ! ইহাতে পরস্পর কাহারো কোন অন্যায় হইতে পারে না।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যানুসারে পরিশ্রমের ন্যূনাধিক মূল্য হইয়া থাকে। তাঁহারা অনুমান করেন, যে যখন খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হয়, তখন পরিশ্রমের মূল্য অধিক হয়; আর যখন সুলভ হয়, তখন অল্প হইয়া থাকে। অতএব দেখ, খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতা ও সুলভতা পরিশ্রমী লোকদিগের পক্ষে উভয়ই তুল্য;

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। খাদ্য দ্রব্যের ন্যূনাধিক মূল্য অনুসারে পরিশ্রমের ন্যূনাধিক মূল্য হয় না, এবং এরূপ হওয়ারও কোন বিশেষ কারণ লক্ষ্য হয় না। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে কৃষকের অপেক্ষা ঘটিকাকারের সংখ্যা অল্প। এ নিমিত্ত কৃষকের অপেক্ষা ঘটিকাকারের উপার্জ্জন অধিক। এইরূপ যখন যে কর্ম্মের পরিশ্রমী লোকের সংখ্যা অল্প হয়, তখন সেই পরিশ্রমী লোকদিগের বেতনও অধিক হইয়া থাকে। ধান্যবপন করিবার সময়ে ক্ষেত্রস্বামীদিগের সকলেরই কৃষকের আবশ্যক, এজন্য সে সময়ে কৃষক পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। তখন সকল ক্ষেত্রস্বামীই অধিক মূল্য দিয়া কৃষক রাখিতে সচেষ্ট হয়। সে সময়ে খাদ্য দ্রব্য সুলভ হইলেও তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য অল্প হয় না।

অপর যখন অনেক পরিশ্রমী লোক কর্ম্মের নিমিত্ত সচেষ্ট থাকে, তখন তাহাদিগের বেতন অল্প হয়। এমন কি অনেকে অলসাবস্থায় এবং অনাহারে থাকা অপেক্ষা সামান্য অশন বসন মাত্র পাইলেই কর্ম্ম করিতে চাহে। তখন যদি খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হয়, তবে তজ্জন্য কেহই কোন পরিশ্রমী লোককে অধিক বেতন দিবে না, কারণ তখন অল্প বেতনে সকলেই পরিশ্রমী লোক পাইতে পারে। আর তখন তাহাদিগের পরিশ্রমের দ্বারা যে সকল দ্রব্য

উৎপন্ন হয়, খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ জন্য কিছু সে সকল দ্রব্যের অধিক মূল্য হয় না। দেখ! তন্তুবায় তখন তাহার বস্ত্রের এবং ছুরিকাবিক্রেতা তাঁহার ছুরিকার মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় সমানই পাইতে পারে। অতএব, তখন তাহার পরিশ্রমী লোকদিগের পরিশ্রমের মূল্য পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক দিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

খাদ্য দ্রব্যাদি যখন অত্যন্ত দুর্মূল্য হয়, তখন কখন কখন এরূপ সংঘটন হইয়া থাকে, যে, যে সকল পরিশ্রমীরা অধিক মূল্য পাইয়া কোন কোন ক্ষেত্রস্বামী অথবা ব্যবসায়ীর নিকট নিযুক্ত থাকে, সেই অধিক মূল্যে তাহাদিগের সম্যক্ ভরণ পোষণ না হওয়াতে তাহারা তদধিক উপার্জ্জনের আশয়ে বর্ত্তমান কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে কর্ম করিতে যায়।

অপর যখন খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত সুলভ হয়, তখন যদি অনেকেরই পরিশ্রমী লোকের নিতান্ত আবশ্যকতা হয়, তবে তখন তাহাদিগের ভরণ পোষণের অতিরিক্ত উপার্জ্জন হইতে পারে, কারণ তখন অধিক বেতন ব্যতীত অল্প বেতনে কেহই পরিশ্রমী লোক পাইতে পারে না।

অতএব, খাদ্য দ্রব্যের মূল্যের উপর পরিশ্রমের ন্যূনাধিক মূল্যের হ্রাস নির্ভর করে না, কেবল পরিশ্রমের প্রয়োজন এবং পরিশ্রমী লোকের দুষ্প্রাপ্যতা ও সুলভতার উপর নির্ভর করে। যখন অনেক পরিশ্রমী লোক কর্ম্মের নিমিত্ত সচেষ্ট থাকে, তখন পরিশ্রমের মূল্য অল্প হয়;

এবং যখন অনেক নিয়োগকারী পরিশ্রমী লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র হয়েন, তখন তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

ভবিষ্যৎ সময়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে পরিশ্রমী ব্যক্তিরা সচরাচর দুরবস্থায় পতিত হইয়া বিষম কষ্টভোগ করে। তাহাদিগের নির্বুদ্ধিতাই যে তাহাদিগের এইরূপ কষ্টভোগের কারণ ইহা তাহারা বিবেচনা না করিয়া তজ্জন্য প্রায় অন্যকে দোষী করে। যদি কোন পরিশ্রমী উত্তমরূপ উপার্জ্জনকালে, ভবিষ্যৎ সময়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া না রাখিয়া, নির্বুদ্ধিতা বশতঃ উপার্জ্জিত সমুদায় ধন অপরিমিত ব্যয় করে, তবে কর্ম্মশূন্য অবস্থায় অথবা যে সময়ে পরিশ্রমের মূল্য অল্প হয়, তখন যে তাহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? এইরূপ কষ্টভোগের জন্য অন্যকে তাহার দোষ দেওয়া উচিত হয় না, আপনার নির্বুদ্ধিতার প্রতিই দোষার্পণ করা বিধেয়। নিম্নলিখিত মধুমক্ষিকার গল্পটি ইহার এক উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

শীতের প্রারম্ভে একটি ফোড়িং ক্ষুধা এবং শীতে অতিশয় কাতর হইয়া, মধুপূর্ণ এক মধুক্রমের নিকট আসিয়া, ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত অতি বিনীত ভাবে মধুমক্ষিকাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ মধু যাচ্ঞা করিল। ইহাতে একটি মধুমক্ষিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি রূপে গ্রীষ্মকাল অতিপাত করিয়াছিলে, এবং আমাদিগের ন্যায় কেন

তুমি আহার সংস্থান করিয়া রাখ নাই? ফোড়িং উত্তর করিল, আমি শীতকালের বিষয় কিছুমাত্র না ভাবিয়া নৃত্য গীত এবং পানে আসক্ত হইয়া পরমাহ্লাদে সমুদায় গ্রীষ্মকাল যাপন করিয়াছিলাম। এই উত্তর শ্রবণে সেই মধুমক্ষিকা পুনর্ব্বার কহিল, আমাদিগের সময়পাত করা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; আমরা শীতকালের ভাবি অভাব দূর করণার্থে গ্রীষ্মকালে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া আহার সঞ্চয় করিয়া রাখি; কিন্তু যাহারা কেবল নৃত্য গীত এবং পানে গ্রীষ্মকাল অতিপাত করে, শীতকালে তাহাদিগকে নিশ্চয় ক্ষুধা এবং শীতে বিষম কষ্টভোগ করিতে হয়।

---

৭ পাঠ।

ধনী এবং দুঃখী।

প্রথম অংশ।

জীবিকার জন্য প্রায় সকলকেই অল্প বা অধিক মূল্যে পরিশ্রম করিতে হয়, তবে যাঁহারা পৈতৃক বিষয় বিভবের অধিকারী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, অথবা যাঁহারা ভরণপোষণের উপযুক্ত ধনসঞ্চয় করিয়া ধনবান্ হয়েন, তাঁহাদিগেরই কেবল জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধনবান্ ব্যক্তি-

দিগের মধ্যে অনেকে অনেকপ্রকার পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে এক্ষণে কতিপয় মহাধনবান্ রাজা অত্রত্য সুপ্রিম কৌন্সেলের, কতিপয় বিপুল ধনশালী ব্যক্তি বেঙ্গল কৌন্সেলের অবৈতনিক মেম্বর হইয়াছেন, এবং কতিপয় ধনবান্ ব্যক্তি কলিকাতার শান্তিস্থাপনের জন্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ধনবান্ ব্যক্তি বেতনভোগী হইয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর এবং মুচ্ছুদ্দি প্রভৃতির কর্ম্ম করিতেছেন। এই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাদিগের বড় সামান্য পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম করা তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন। উপজীবিকার জন্য পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্য নহে। আপন আপন বিষয় বিভব দ্বারা পরম সুখে তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই এরূপ ধনবান্ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু পরিশ্রম না করিলে কোন ক্রমেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এরূপ লোকের সংখ্যা বিস্তর। যদিও ভূমণ্ডলে এমন কোন দেশ নাই যেখানকার সমুদায় অথবা অধিকাংশ লোক এরূপ ধনবান্ যে উপজীবিকার জন্য তাঁহাদিগের পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু এরূপ বিস্তর দেশ আছে, যেখানকার সমুদায় লোক নিতান্ত দুঃখী। যে দেশের সমুদায় লোককেই পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়;

সে দেশস্থ লোকের অবস্থা আমাদিগের দেশস্থ সামান্য পরিশ্রমী লোকদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। অসভ্য জাতির মধ্যে প্রায় সকলকেই অর্দ্ধাসনে এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিধানে থাকিতে হয়। কিন্তু যে দেশের বিষয় বিভব সুরক্ষিত থাকে, এবং লোক সকল পরিশ্রমী হয়, সে দেশের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। তথায় যাহারা অধিক পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী হয়, তাহারা অলস এবং অপরিমিত ব্যয়ীদিগের অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে, এবং তাহারাই কেবল সন্তান সন্ততির জন্য কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যায়। এইরূপ পিতার সন্তান সন্ততিরাই প্রচুর বিষয় বিভব অধিকারী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে।

বাল্যকালে যে সকল বালক সময়ের সদ্ব্যবহার করে, প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে শীঘ্র শিক্ষালাভ করিতে পারে, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধিক পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া উঠে, তাহারাই জীবিকা নির্ব্বাহের আবশ্যকের অতিরিক্ত ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, এবং তাহারাও সন্তান সন্ততির জন্য কিছু ধন সম্পত্তি রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারে। সেই সকল সন্তান সন্ততিরা যদি আবার পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী এবং সাবধান হইয়া সেই ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি করিতে পারে, তবে কালসহকারে তাহাদিগের বিলক্ষণ ধনশালী হইবার সম্ভাবনা। অনেকানেক ব্যক্তি এই প্রকারেই অস্মদ্দেশে অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছেন। সকল দুঃখী লোকেই

যে ধনবান্ হইবে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ধনবান্ হইবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্ত হওয়া কোন মনুষ্যেরই উচিত নহে, তবে আপনার অবস্থা উন্নতি করিবার এবং সন্তান সন্ততিদিগের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় করিবার আশা করায় কোন দোষ হইতে পারে না। সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া এই আশা যত দূর সুসিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহাতে কোন হানি নাই

সন্তান সন্ততিদিগের ভাবি মঙ্গলের নিমিত্ত উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় ! এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে রাজশাসন অভাবে লোকের বিষয় বিভব সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে প্রায় কেহই উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। কেহ কাহারো সঞ্চিত ধনের বিষয় জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ প্রায় তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, অথবা তাহার মৃত্যুর পর তদুপরি আক্রমণ করে। যে সকল দেশে লোকের বিষয় বিভব এইরূপ অরক্ষিত অবস্থায় থাকে, সে সকল দেশস্থ লোকের দুরবস্থার আর সীমাপরিসীমা থাকে না, কারণ সে সকল দেশে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে কেহই চেষ্টা করে না।

তুর্ক প্রভৃতি অন্যান্য দুরাত্মাদিগের নিষ্ঠুর শাসনে অনেক অত্যুর্ব্বরা এবং বহুলোকসমাকীর্ণ দেশ একেবারে বনময় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বারবরি দেশে অত্যুত্তম রেসম উৎপন্ন হইত, কিন্তু দুরাত্মা তুর্কদিগের অত্যাচারে

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড রাজ্যের পরিশ্রমী লোকদিগের ধর্ম্মঘটসূচক অত্যাচারের বিষয় বিবেচনা করিলে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে ঐ সকল রাজ্যে দুঃখী লোকেরা দুঃখীদিগের উপর যত অনিষ্ট করিয়া থাকে, সুশাসনশূন্য অসভ্য দেশে ধনী ব্যক্তিরা দুঃখীদিগের প্রতি কখনই তত করেন না। যদিও অসভ্য দেশে শাসনকর্ত্তাদিগের স্বার্থপরতা, পাষাণহৃদয়তা এবং মূর্খতা প্রভৃতি দোষের জন্য তাঁহাদিগের দ্বারা বিস্তর কুকর্ম্ম কৃত হয় বটে, কিন্তু পরিশ্রমী লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহাদিগকে তাহাদের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ নিযুক্ত করে, তাহারা ঐ শাসনকর্ত্তাদিগের অপেক্ষা অধিক স্বার্থপর, পাষাণহৃদয় এবং মূর্খ হওয়াতে তাহাদিগের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক কুকর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে ইচ্ছা করিলে তাহারা অনায়াসেই তাহাদিগের অনিষ্টাপাতের কারণ স্বরূপ শাসনকর্ত্তাদিগকে দূরীকৃত করিতে পারে। ফলতঃ যখন তাহাদিগের বোধোদয় উদয় হওয়াতে আপন আপন স্বার্থ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে, তখন তাহারা কখনই এরূপ মহানিষ্টাপাতের মূলীভূত ধর্ম্মঘটচক্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের শাসনকর্ত্তা আপনাদিগকে নিযুক্ত করিবে না;—রাজসম্মত রাজাকেই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য করিবে,—তাঁহার স্থাপিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবে,—কেবল তাহাদিগের নিজ মঙ্গলকর

[illegible] প্রচলিত করিতে, অথবা [illegible] মঙ্গলদায়ক কোন প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইবে না,—এবং যে কেহ প্রতিবাসীদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিবে, সাধ্যানুসারে তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। অধিক আর কি কহিব, যখন তাহারা আপনাদিগের এবং দেশস্থ সকলের যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অপ্রতিহত চিত্ত হইবে, অর্থাৎ কেহ কোনপ্রকারে প্রতিবাসীদিগের মন্দ না করিয়া, সকলেই আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার ধন, সময়, পরিশ্রম, বুদ্ধি প্রভৃতি নিয়োগ করিতে পারিবে, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইবে।

সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট।